রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.০১৬—চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বীর মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

২। জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ পৌষ ১৪২৪/০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন. এম. জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২০ পৌষ ১৪২৪ / ০৩ জানুয়ারি ২০১৮

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বীর মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ১৯৪৪ সালের ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী ছাত্রাবস্থায়ই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। চট্টগ্রাম সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। ১৯৬৮ ও ৬৯ সালে চট্টগ্রাম নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন পরবর্তীকালের যশস্বী এই রাজনীতিবিদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরে তিনি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক আটক হয়ে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন। পরে অপ্রকৃতিস্থের আচরণ করে কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এ সময় শ্রমিক লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং যুবলীগের নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল আস্থা। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নৃশংসভাবে নিহত হলে অকুতোভয় এ বঙ্গবন্ধু-অনুসারী জঘন্য এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করেন। এক পর্যায়ে তিনি দেশত্যাগও করেন। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী দেশে ফিরে আসেন। জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপসহীন ভূমিকার কারণে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি কারাগারে অন্তরীণ থেকেছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর উদার মানবিকতা তাঁকে একজন সার্বজনীন মানবকর্মী ও প্রকৃত জননেতায় পরিণত করে। চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি আজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি চট্টগ্রামে বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন করেন। এছাড়া 'চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়' নামে চট্টগ্রামের দ্বিতীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন এ শিক্ষানুরাগী রাজনীতিবিদ।

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ১৯৯৪ সালে প্রথমবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি ২০০০ এবং ২০০৫ সালেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচিত হন।

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেন। তিনি সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পদবি পরিবর্তন করে 'সেবক' হিসাবে নামকরণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জনাব চৌধুরী এ সকল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নসাধনে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন হাসপাতাল ও মাতৃসদনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেবার মানকে জনগণের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি।

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থাকার পর ২০০৬ সালে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী ও বন্ধু-বৎসল একজন মানুষ। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ সহকর্মীদের কর্ম-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করত।

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন সমাজকর্মীকে হারাল। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd